জেহাদ ও ইসলাম।

আলোচ্য লেখার উদ্দেশ্য ইসলাম বা জেহাদের পক্ষে কলম ধরা নয়। বরঞ্চ বস্তুবাদী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করতঃ ঘটিত ঘটনার অন্তর্নিহিত উপদান সমূহ উদঘাটন এবং যারা শব্দ দু'টি ব্যবহার করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছেন, তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা।

জেহাদ আরবী শব্দ, যার অভিধানিক অর্থ Struggle against falsehood and injustice and for upholding truth and justice অর্থ্যাৎ মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রাম, যার নাম জেহাদ। ইসলামও আরবী শব্দ, যার অভিধানিক অর্থ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তবে দৈব বিশ্বাসীদের স্বার্থন্বেষী অংশ শব্দ দু'টির অর্থের কিঞ্চিত বিকৃতি ঘটান। এই স্বার্থন্বেষী অংশের কাছে বিবেচিত মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বনকারীরা অবিশ্বাসী বা কাফের (Infidel) হিসাবে পরিগনিত হয়ে থাকে। কাফেরেরা পৃথিবী ও সমাজের শান্তি নষ্ট করছেন বিধায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে শান্তি বা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাকে দৈব বিশ্বাসীরা জেহাদ বিবেচনা করে থাকেন। উক্ত ব্যক্তিরা সপ্তম শতাব্দির আরবদের বিবেচিত সত্য-মিথ্যা এবং ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাকে (Absolute truth) ধ্রুব সত্য হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। তবে বস্তুবাদী দর্শনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীতে ধ্রুব সত্য বলে কিছু নাই, সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় সহ সব কিছুই স্থান, কাল ও পাত্র নির্ভর, যা বিংশ শতাব্দির পদার্থ বিদ্যার আপেক্ষিক তত্ত্বেও বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন প্রপঞ্চ (Phenomenon) বা কোন ঘটনা বিশ্লেষণের আধুনিক হাতিয়ার হলো বস্তুবাদ, যা যুক্তিবাদের স্থলাভিষিক্ত।

ইহুদী ও খ্রিষ্টান সহ ইসলাম আব্রাহামিক ধর্মের অংশ। আব্রাহাম তার সময়ের ট্রাইবাল/গোষ্ঠি সমাজ ও উদয়মান দাস সমাজ ব্যবস্থার সুফল ভোগকারী বেবিলন শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সমর্থকদের নিয়ে বর্তমান প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে চলে এসেছিলেন। আব্রাহামিক তিনটি ধর্মে নবী ও পয়গম্বরদের যে তালিকা দেয়া হয়েছে, তারা সকলেই আব্রাহামের অধনস্ত বংশধর। এই নবীরা তাদের সংশ্লিষ্ট সমকালীন সময়কার গোষ্ঠি কলহ ও দাস সমাজ ব্যবস্থার শিকার সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সময়ের সাথে সমঞ্জস রেখে বিধি-বিধান প্রবর্তিন করেন। পুলিশ বিহীন তদকালীন সমাজে উক্ত বিধি-বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐশ্বারিক আদেশের লেভেল আঠা হয়। তবে বাস্তব অবস্থা হলো সমাজ ও তার বিধি-বিধান পরিবর্তনশীল। কিন্তু ঐশ্বারিক আরোপিত সংশ্লিষ্ট ধর্মের বিধি-বিধানের সুবিধা ভোগী দৈব বিশ্বাসী ও সমকালীন শাসক গোষ্ঠি সমাজ পরিবর্তনের বাধা হয়ে দাড়ায়।

আব্রাহামিক ধর্মগুলি ছিল গোষ্ঠি ও দাস সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদরত উদায়মান সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার নিয়মক শক্তি বা তলোয়ার। কিন্তু আধুনিক পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উক্ত তলোয়ার বর্তমান সমাজ পরিবর্তনে অকার্য্যকর। তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করে সমাজ পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সামন্তবাদী সমাজের নিয়মক ধর্মকে পুজিবাদ বর্তমানে ব্যবহার করছে, অর্থ্যাৎ সমাজকে পশ্চাতমূখীকরণের প্রচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন কারণে সমাজ ও সভ্যতা সমভাবে সকল সমাজে বিকশিত হয়নি। তুলনামূলক ভাবে ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অধিক বিধায় এই ধর্মের মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ অধিক। আবার যে কোন সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষদের মধ্যে লোভীর সংখ্যা বেশী হয়। মুসলমান

অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ থাকায় মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহনকারী মধ্যবিত্তের মধ্যে লোভীর সংখ্যাও বেশী। বিংশ শতাব্দির শেষার্ধে স্নায়ী যুদ্ধকালীন সময় জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করার লক্ষ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম এই লোভী মধ্যবিত্তকে ব্যবহার করে ইসলামিক সন্ত্রাসীদের জন্ম দেয়। সৌদী বাদশাহর মাধ্যমে মার্কিন কর্পোরেট পুজির সৃষ্ট এই ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের সৌদী আরবাস্থ অংশটি বাদশাহসহ মার্কিন স্বার্থে বর্তমানে আঘাত হানছে। অন্য অংশটি মুসলিম প্রধান উন্নয়ণশীল বিভিন্ন দেশে পূর্বের মত মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করে চলছে। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা এই অংশের অর্ন্তভূক্ত। তাই ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মৌলবাদকে জনগণের কাছে গ্রহনযোগ্য করার লক্ষ্যে জামাতকে গণতন্ত্রের সার্টিফিকেট প্রদান করে চলছেন এবং সৌদী আরব ও কুয়েত কর্তৃক মৌলবাদীদের অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকছেন। উন্নয়ণশীল দেশে সাধারণ মানুষ সংশ্লিষ্ট দেশ উপযোগী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত। গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগে আধূনিক মৌলবাদীদের মাধ্যমে উন্নয়নশীল মুসলিম প্রধানদেশে তল্পীবাহক সরকার প্রতিষ্ঠায় মার্কিন প্রশাসন ব্যস্ত আছে।

বাংলাদেশের বর্তমান অশান্ত অবস্থা বুঝতে হলে ঐ অঞ্চলের দেশ সমূহের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার বস্তুনিষ্ট বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে। কারণ কোন দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রপঞ্চ সমূহ নিজ দেশের ঘটনা সমূহের উপরই খালি নির্ভরশীল নয় পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারাও প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশের নিকটবর্তী লাল ড্রাগনের অর্থনৈতিক উত্থান বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট করতে যাচ্ছে। খবরদারির জন্য উক্ত শক্তির চতুষ্পার্শে মার্কিনীদের চৌকির প্রয়োজন। যেমনটি পাকিস্তান স্নায়ীযুদ্ধ কালীন সময় মার্কিন চৌকির কাজ করেছিল। বাংলাদেশ মার্কিনীদের এরকম একটি চৌকি। তাছাড়া হিন্দু দেবতা নারায়নের প্রতিনিধি এবং মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী পুজির সাহায্যপুষ্ট নেপালের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, অর্থ্যাৎ রাজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মাওবাদী গরিলাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, ভারতের অঙ্গ রাজ্য ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে কমিউনিষ্টদেরকে অপসারণে ব্যর্থতা এবং ভারতের রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি হিসাবে বামপন্থীদের উত্থানে এতদাঞ্চলে মার্কিনীদের চৌকির প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া মায়েনমার ও বাংলাদেশের গ্যাস ব্যবসার মার্কিন স্বার্থ দেখার জন্য চৌকির প্রয়োজন। বর্ণিত কারণ সমূহের জন্য বাংলাদেশে গণতন্ত্রের লেবাসে মার্কিন তল্পীবাহক সরকারের প্রয়োজন। জোট সরকার মার্কিন ঐ প্রয়োজনীয়তা মিটাচ্ছে।

বিগত ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মার্কিন সাহায্যপুষ্ট নায়কদের এবং তাদের সৃষ্ট রাজনৈতিক দল সমূহের সুশাসন ও শোষণে বাংলাদেশের সিংহ ভাগ সম্পদ ২২০০ পরিবারের হাতে পুঞ্জীভূত, যাদের মধ্যে আবার ২০০ পরিবার সুপার ধনীতে রূপান্তরিত। বাংলাদেশে ধনী গরীবের বৈষম্য পর্বতসম। অর্থাভাবে আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও অর্থনৈতিক শোসনে জর্জরিত এবং অবহেলিত গরীব মানুষ অশান্ত হয়ে উঠছে। সংখ্যা গরিষ্ঠ এই মানুষের বিক্ষোভ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ধনী গোষ্ঠি মৌলবাদ আমদানী করে। মৌলবাদ আমদানীর অর্থের যোগানদাতা হলো মার্কিন প্রশাসনের অকৃত্রিম বন্ধু ধর্মীয় নিয়মক সামন্তবাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশ, অর্থ্যাৎ চোরে চোরে মাসতুত ভাই। সামন্তবাদী ব্যবস্থায় শাসিত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহের অর্থে পরিচালিত মাদ্রাসা সমূহে বিনা পয়সায় শিক্ষা ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ প্রদানের অঙ্গীকার করে সামাজিক ভাবে অবহেলিত গরীব যুবকদেরকে আকৃষ্ট করা হয়। আলোচনায় প্রতিয়মান হয় বাংলাদেশের মূল সমস্যা হলো বৈষম্য সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক

ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার সুবিধীভোগী শ্রেনী হলো বাংলাদেশের উল্লেখিত ধনী গোষ্ঠি, যারা নিজ স্বার্থে সাধারণ মানুষের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাস্তানদের মাধ্যমে রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করে চলছে।

তাই অভিধানিক অর্থের আলোকে সপ্তম শতাব্দির আরবদের জেহাদ করা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে ঐ সময়কার আরবদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রপঞ্চ সমূহ বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। দেড় হাজার বছর আগে তদকালীন অসভ্য, পৌত্তলিক ও ট্রাইবাল সমাজে বিভক্ত আরব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে সভ্যতার আলোতে নিয়ে আসার সংগ্রামের নাম জেহাদ এবং বিভিন্ন আরব গোষ্ঠির মধ্যে হানাহানি বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার নাম ইসলাম। কিন্তু বিংশ এবং একাবিংশ শতাব্দির পুজিবাদী ব্যবস্থায় পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন। আলোচ্য এই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে যারা সপ্তম শতাব্দির জেহাদ ও ইসলামকে নিয়ে এসে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী সৃষ্টি করেন এবং যারা সৃষ্ট সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে দায়ী করেন, তারা উভয়ই স্বার্থন্বেষী। সমাজ বিশ্লেষণে বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত এবং যথাযথ শিক্ষার অভাব হেতু উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশ সমস্যার ভিতরে প্রবেশ করে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়ে ৯/১১ এর পর মার্কিন কর্পোরেট পুজির প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপের জন্য ইসলামকে দায়ী করে চলছেন।

আধুনিক পুজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ বিবর্তনের নিয়মক শক্তি হলো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনী। সমাজ-বিজ্ঞানীদের ভাষ্য মতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে যেমন একটি লোভী অংশ আছে, তেমনি একটি সদ ও সমাজ পরিবর্তন আকাঙ্খি অংশ আছে। সমাজের সুবিধাভোগী ধনিক গোষ্ঠি অর্থের দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোভী অংশকে বশ করে এবং অন্য অংশকে প্রচারের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। পুজিবাদী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইন্টারনেটে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞান বিতরণকারী কোন এক ভদ্রলোক শব্দের স্বীকৃত অর্থের বিকৃতি করে চলছেন। যার মধ্যে একটি হলো Dogma নামের ইংরাজী শব্দটি। ঐ ভদ্রলোকের মতে Dogma (ডগমা) শব্দের অর্থ হলো ”মতবাদ”। বাংলা একাডেমির ডিকশনারী অনুযায়ী শব্দটির অর্থ হলো অন্ধ বিশ্বাস বা ধর্মমত। American Heritage Dictionary অনুযায়ী শব্দটির অর্থ হলো A principle, belief, or statement of idea or opinion, esp. one authoritatively considered to be absolute truth. ধর্মমতই কেবল মাত্র ধ্রুব সত্য (Absolute truth) বলে দাবীদার, যা অন্ধ বিশ্বাস হিসাবে পরিগণিত। ভদ্রলোকের জানা উচিত বস্তু নির্ভর কোন মতবাদে ধ্রুব সত্য বলে কিছু নাই, যেমন ডারইউন মতবাদ। দ্বন্দ্ব বস্তুর অন্তঃপ্রকৃতি গুণ (Inherent quality), যা বস্তুকে পরিবর্তনশীল ও গতিময় করে। বিজ্ঞান হলো বস্তুর এই বিশেষ গুণ বিশ্লেষণের পদ্ধতি। আলোচ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হাতিয়ারের সাধারণ নাম হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, যা বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রবর্তকেরা ”ডগমা” শব্দটি উদ্ভাবন করে ধর্ম বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করেন। তাই প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উপর পড়াশুনা করে, তার সূত্র সমূহের কোনটিতে অসংগতি বা ডগমা বিদ্যমান তা উল্লেখ করে আলোচনায় নিয়ে আসুন।

সেতারা হাশেম ০৩/০৮/০৫